

## বিভক্তির সাতকাহন - ২২

### ভজন সরকার

ক্রমশ সরে যেতে যেতে একে বারে পথের দুই প্রান্তে চলে এসেছি বোধ হয় আমরা। যেখান থেকে মিলনের সব রেখাগুলো চলে গেছে দুই দিকে - কোথাও সমান্তরালে, যেনো মিলে যাবার আকাঙ্ক্ষা মিলিয়ে যাচ্ছে বলয়ের দিক-প্রান্তে। অবিশ্বাস, শঠতা, ঘৃণা আর সন্দেহ কেমন কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে অভিন্ন ভাষা, জাতীয়তা আর সংস্কৃতির বাধনে আবদ্ধ দু'টি সম্প্রদায়কে। একই উৎস থেকে, একই শেকড় থেকে, একই ভ্রম থেকে বেড়ে ওঠা দু'টি শাখা কিভাবে পরস্পরায় হয়ে ওঠছে পারস্পারিক প্রতিদ্বন্দী - কখনও কখনও মুখোমুখি হিংস্রতার মুখোশে। অথচ দু'টি চারা গাছের বেড়ে ওঠা সেতো একই জল-হাওয়াতেই।

প্রপিতামহদের আগলে রাখা ঘরের আগল ভেঙে বাইরের বাতাস যে ঢুকেছে, তার কারণ হাওয়ার তীব্রতা যতটুকু না ছিলো, স্যাঁত স্যাঁতে জমিনে নড়বড়ে ভিত আর কুসংস্কারের অন্ধকারে দম আটকানো পরিবেশ ভেতর থেকেই পথ করে দিয়েছে তাকে আরও বেশি বেশি। আর এটাও তো ঠিক, অন্ধকার পথ করে নেয় আলোর প্রত্যাশাতেই। সুড়ঙ্গের ওপাড়ে যে আলোর হাতছানি, সেটা আলো না - আলোয়া সে চিন্তার চেয়ে বাইরে বেড়োতে পারাই যেনো সাথকর্তা। সাময়িক হলেও এটা প্রগতিই।

অস্পৃশ্য - অছ্যুতরা সে প্রগতির পথেই বেড়িয়ে গেছে একদিন দলে দলে। যারা থেকে গেছে - সে কৈবত-নামসুদ্র রা, তারাও হাঁড়ে হাঁড়ে টের পেয়েছে বাঘে ছুঁলে কত ঘা? এক শ্রীচৈতন্য সহজ উপায় বাতলে দিলেও সে সহজিয়া প্রচার-প্রসার সহজ হয় নি উচ্চবর্ণের আত্মশ্লাঘায়। তবে থেমে গেছে পরিবর্তনের সে জোয়ার। আর সে থমকে দেয়া সহজিয়ার দেয়াল উৎসকে আড়াল করে দাঁড়িয়েছে। তাই আজকে নিতান্তই ইতিহাসের পাজি না উলটালে কেউ স্বীকারই করতে চায় না অভিন্নতার সে কঠিন বন্ধনকে, না হিন্দু- না মুসলমানে।

হিন্দুরা কিছুটা দম্ভে-কিছুটা আত্মরোস্তিতায়, মুসলমানেরা প্রতিশোধে - প্রতিহিংসায়। হিন্দুর কাছে সবই তার নিজের, সবই তার স্বদেশজাত - তার কৃষ্টি-সংস্কৃতি, তার আদর্শ সে যেনো মাটি থেকে উৎসরিত। মুসলমানের আদর্শ সে তো ধার করা বাইরে থেকে, সেখানে স্বীয় মর্যাদা আর স্বকীয়তার মূল্য কোথায়? হিন্দুরা এই দাবি আর নিজের জাত রক্ষায় যে বিধি-নিষেধের কঠিন আবরণ তৈরি করেছে সেখানে মুসলমান কোন ছাড়- সংখ্যাগরিষ্ঠ নিম্নবর্ণের হিন্দুরাও সেখানে মানবেতর। হিন্দু-মুসলমানের প্রাথমিক বিবাদের উৎপত্তি স্থান এখানেই।

যে পারস্পারিক সংঘাত দুটি সমাজে, তার কতটুকু ধর্মীয় আর কতটুকু ব্যক্তিত্বের সে বিবাদে না যেয়েও বলা যায় উভয়ে এই স্বাতন্ত্র্যবোধের গোড়ামি থেকে বাইরে না আসতে পারলে মুক্তি নেই। বিশেষত প্রযুক্তি যখন সহস্রকে নামিয়ে এনেছে হাতের তালুতে আর তত্ত্ব-তথ্যকে করে দিয়েছে অব্যাহত-অবাধ, সেখানে কুপমন্ডুকতার স্থান কোথায় আজকে?

আফগানিস্তান তখন তালিবানী রাষ্ট্র। পশ্চাৎপদ কিছু মাদ্রাসার ছাত্র মোল্লা ওমরের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠা করে যাচ্ছে ধর্ম-ভিত্তিক কালা-কানুন আন্তর্জাতিক পৃষ্ঠপোষকতায় অপ্রতিরোধ্য। প্রায় সকলেই নিন্দে জানিয়েছি সে মানবতা-বিরোধী কর্মকাণ্ডের, নিন্দে করেছি মোল্লা ওমরের। কিন্তু কেউ কী সাহস করে বলতে পেরেছি সেই উৎস স্থলের বিরুদ্ধে- যার ওপর ভিত্তি করে এই মানবতা বিরোধী কালা-কানুন ?

আমি এখনো জানি না মানবতার স্বপক্ষে কোথায় - কবে লড়েছে ধর্ম ? বিশ্বাসীর বিশ্বাস কবে মুক্ত করেছে সার্বজনীন মানবতাকে ? প্রয়াত হুমায়ূন আজাদের কথায় , মানুষ ততটুকুই প্রগতিশীল আর আধুনিক - ঠিক যতটুকু অবিশ্বাসী। এক জন বিশ্বাসী হিন্দু আর মুসলমানের কাছে পারস্পারিক অবস্থান অনুকম্পার আর অনুগ্রহের। ধর্মে তাদের দিয়েছে যতখানি নির্দেশনা , বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত ঠিক ততখানিই। অথচ আমরা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে কী মেনে চলি সে সীমাবদ্ধতাকে প্রণয়ে, প্রয়োজনে, স্বার্থে, সীদ্ধান্তে? মানুষের ভেতর আছে এক অসম্ভব শক্তিশালী শুভ-বুদ্ধির প্রগতিশীল মানুষ- যে তাকে বার বার বাইরে টেনে আনে মানবতার স্বপক্ষে - মানবিকতার স্বপক্ষে, যে তাকে করে গতিশীল আর অবিশ্বাসী , যে তাকে প্রশ্ন করতে শেখায় ধর্মীয় কূপমন্ডুকতার বিরুদ্ধে। এই তাবৎ অবিশ্বাসী মানুষের হাত ধরেই একদিন বিভক্ত মানুষেরা সামিল হবে এক অভিন্ন কাতারে।

( চলবে )

॥ নভেম্বর, ২০০৬, কানাডা ॥ [sarkerbk@gmail.com](mailto:sarkerbk@gmail.com)